كِتَابُ أَدَبِ الطَّعَامِ

অধ্যায় ঃ আহারের শিষ্টাচার

بَابُ التَّسْمِيَةِ فِيْ اَوَّلِهِ وَالْحَمْدُ فِيْ اٰخِرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবার শুরুতে 'বিস্‌মিল্লাহ' ও শেষে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলা।

٧٢٨- عَنْ عُمَرَ بنِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭২৮. হযরত আমর ইব্‌ন আবু সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ বিস্‌মিল্লাহ পড়ে খানা খাও। ডান হাতে খানা খাও। এবং নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فِيْ أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭২৯। হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তোমাদের কেউ যখন খানা খায়, শুরুতে যেন আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে নেয়। প্রথমে বলতে ভুলে গেলে বলবে ঃ 'বিস্‌মিল্লাহি আউওয়ালাহু ওয়া আখিরাহু' অর্থাৎ প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٣٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلَ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُوْلِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانَ لِأَصْحَابِهِ : لاَ مَبِيْتُ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُوْلِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ : وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলেছিলেন ঃ যখন কোন লোক তার ঘরে পা রেখেই আললাহ তায়ালার নাম স্মরণ করে

ঘরে প্রবেশ করে এবং খানা খেতে আল্লাহর নাম নিয়ে নেয়, শয়তান তার সাথীদের বলে ঃ চল, তোমাদের জন্য এ ঘরে রাত কাটানোর অবকাশ নেই এবং খাবারও নেই। আর যখন সে আল্লাহ তা'লার নাম নিয়েই তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন শয়তান বলেঃ তোমাদের থাকবার জায়গায় ব্যবস্থা হয়ে গেল। খানা খাওয়ার সময়ও আল্লাহ তা'আলার নাম না নিলে শয়তান বলে ঃ যাক, তোমাদের থাকার ও খাওয়ার উভয়টাই ব্যবস্থা হয়ে গেল। (মুসলিম)

٧٣١- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِيْ يَدِيْ مَعَ يَدَيْهِمَا ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى وَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩১. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কখনো আমরা খানা দস্তরখানে একত্রিত হলে, রাসূলুল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত শুরু না করতেন, আমরা খানায় হাত দিতাম না। এক বারের ঘটনা। আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে খানা খেতে বসেছি। এমন সময় একটি মেয়ে এসে হাযির। সে (এমন ভাবে) খাদ্যের ওপর ঝুকে পড়ল (যেন সে ক্ষুদায় অত্যন্ত কাতর)। সে খাবারে হাত রাখতে যাচ্ছিল, অমনি রাসূলুল্লাহ তার হাত ধরে ফেললেন। তারপর আসল এক বেদুঈন। সেও যেন খাবারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ তারও হাত ধরে ফেললেন। তারপর রাসূলুল্লাহ বললেন ঃ যে খাদ্যের ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, শয়তান তাকে (নিজের জন্য) হালাল করে নেয়। শয়তান এ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল এর দ্বারা তার নিজের জন্য খাদ্যকে হালার করার জন্য। আমি তার হাত ধরে ফেললাম। (কারণ সে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই খানা শুরু করছিল) । তারপর শয়তান এ বেদুঈনকে নিয়ে আসে। এ সাহায্যে তার নিজের জন্য খাদ্য হালাল করার উদ্দেশ্যে। আমি তারও হাত ধরে ফেললাম। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি ঃ এ দু'জনের হাতের সথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মধ্যে (মুষ্টিবন্ধ) আছে। তারপর তিনি আল্লাহর নাম (বিসমিল্লাহ্ পড়ে) নিয়ে খানা খেলেন। (মুসলিম)

٧٣٢- وَعَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مُخْشِيٍّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَرَجُلٌ يَأْكُلُ فَلَمْ يُسَمِّ اللّٰهَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ

فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ ، قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ : مَا زَالَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ مَعَهُ فَلَمَّا ذَكَرَ اسمَ اللّٰهِ اسْتَقَاءَ مَا فِيْ بَطْنِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ -

৭৩২. হযরত উমাইয়্যাহ ইব্‌ন মাখ্‌শী সাহাবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে ছিলেন। একলোক আল্লাহ নাম না নিয়েই খানা খাচ্ছিল। তার খানা শেষ হতে তখন মাত্র .ক লুক্‌মা বাকি। এ শেষ লুক্‌মাটি মুখে তুলে দেয়ার সময় সে বলল 'বিসমিল্লাহি আউয়ালাহু ও আখিরাহু'– অর্থাৎ আল্লাহ নাম নিচ্ছি আমি খানার শুরু এবং শেষ ভাগে। (এ দৃশ্য দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন। তিনি বললেন ঃ শয়তান বরাবর তার সাথে খানা খাচ্ছিল। আল্লাহর নাম লওয়া মাত্র, যা কিছু শয়তানের পেটে ছিল, সব বমি করে ফেলে দিল। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٧٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ طَعَامًا فِيْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَمَّا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৩৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ছয়জন সাহাবীর সাথে খানা খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এল। সে দু'লুক্‌মাতেই সম্পূর্ণ খানা শেষ করে ফেলল। (এটা দেখে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ লোকটি যদি আল্লাহর নাম নিয়ে খেত, তাহলে এ খানা তোমাদের সকলের জন্যই যথেষ্ট হত।(তিরমিযী)

٧٣٤- وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৩৪। হযরত উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ যখন দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন ঃ আল-হামদুলিল্লাহ হামদান কাসিরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি গায়রা মাকফিয়্যিন ওয়া-লা মুসতাগনান আনহু রাব্বানা অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, প্রচুর প্রশংসা যা পাক পবিত্র বরকতময় সব সময়ের জন্যই প্রশংসা, এমন প্রশংসা যা যথেষ্ট হবার নয়, যা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া ও যায় না। (বুখারী)

٧٣٥- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا ، وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭৩৫. হযরত মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে খানা খাবে তারপর বলবে ঃ "আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযি আত্‌আমানি হা-যা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিন মিন্নী ওয়ালা কাউওয়াতুন– সকল প্রশংসা আল্লাহ যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিযক দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই, তার পেছনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে"। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ لاَيَعِيْبُ الطَّعَامَ وَاسْتِحْبَابِ مَدْحِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ খাদ্যের বদনাম না করা ও খাদ্যের প্রশংসা করা।

٧٣٦– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কখনো কোন খাদ্যের বদনাম করেন নি। তাঁর রুচিসম্মত হলে খেতেন। আর রুচি সম্মত না হলে খেতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٣٧– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ فَقَالَ : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلٌّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقُوْلُ : نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবার পরিজনদের নিকট সালুন চাইলেন। তারা বললেন ঃ আমাদের নিকট সির্‌কা ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি সিরকাই আনালেন। আনিয়ে খেতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন ঃ কি উৎকৃষ্ট সালুন সির্‌কা ঃ কি উৎকৃষ্ট সালুন সির্‌কা। (মুসলিম)

بَابُ مَايَقُوْلُهُ مَنْ حَضَرَ الطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদারের সামনে খাবার এলে কি করতে হবে।

٧٣٨– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে। যদি সে রোযাদার হয়ে তাহলে যেন তা (দাওয়াতকারী) জন্য দোয়া করে দেয়। আর যদি রোযাদার না হল, তাহলে খানা খেয়ে নেয়া উচিত। (মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ فَتَبِعَهُ غَيْرُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ যাকে দাওয়াত দেয়া হয় তার সাথে আরেক জন এলে।

٧٣٩- عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَجُلُ النَّبِيَّ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هٰذَا تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ قَالَ " بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৩৯. হযরত মাসউদ বাদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য বিশেষভাবে খাবার তৈরী করে তাঁকে খাওয়ার জন্য আহবান করল। তিনি ছিলেন (খাবারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে) পঞ্চম। কিন্তু তাদের সাথে আরো এক জন এসে শামিল হল। সে দরজা পর্যন্ত পৌঁছলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেজবান কে বললেন ঃ এ ব্যক্তি আমাদের সাথে শামিল হল। তোমাদের ইচ্ছে হলে তাকে অনুমতি দাও। নতুবা সে চলে যাবে। মেজবান বলল ঃ না, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيْهِ وَوَعْظُهُ وَتَأْدِيْبُهُ مَنْ يُسِيْئُ أَكْلَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নিজের সামনে থেকে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ার আদাব শেখানো।

٧٤٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غُلاَمًا فِيْ حِجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ يَدِيْ تَطِيْشُ فِيْ الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ تَعَالَى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪০. হযরত উমর ইব্‌ন সালামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত খাবার পাত্রের চতুর্দিকে বিচরণ করত। রাসূলুল্লাহ আমাকে বললেন ঃ বেটা, আল্লাহর নাম লও (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ পড়) ডান হাতে খাও। আর নিজের সামনে থেকে খাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤١- وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ : كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ : لاَ أَسْتَطِيْعُ قَالَ : لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلاَّ الْكِبْرُ ! فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪১. হযরত সালামাহ ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাম হাতে খাবার খেল। তিনি বললেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল ঃ আমি অপরাগ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যেন আর নাই পার। অহংকার ছাড়া আর কিছুই তাকে (ডান হাতে খেতে) বাধা দেয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে সে আর কখনোই মুখ অবধি হাত তুলতে পারে নি। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقِرَانِ بَيْنَ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا إِذَا كَانَ جَمَاعَةً إِلاَّ بِإِذْنِ رُفْقَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সংগীদের অনুমতি ছাড়া দুই খেজুর একত্রে খাওয়া।

٨٤٢- عَنْ جَبَلَةَ بنِ سُحَيْمٍ قَالَ : أَصَابنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَرُزِقْنَا تَمْرًا وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، فَيَقُوْلُ :لاَ تُقَارِنُوْا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْأَقْرَانِ ثُمَّ يَقُوْلُ : إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلَ أَخَاهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪২. হযরত জাবালাহ ইব্‌ন সুহাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবাইরের সাথে আমরাও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হয়ে পড়লাম। আমাদের একটি করে খেজুর দেয়া হত। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর আমাদের নিকট দিয়ে যেয়ে থাকতেন। আমরা তখন খাওয়ার মধ্যে থাকতাম। তিনি বলতেন ঃ দেখো, দুই খেজুর একত্রে মিলিয়ে খেয়ো না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ মিলিয়ে খেতে নিষেধ করেছেন। তারপর বলতেন ঃ অবশ্য (মুসলিম) ভাই ভাই থেকে অনুমতি নিয়ে নিলে সেকথা স্বতন্ত্র। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ مَا يَقُوْلُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ

অনুচ্ছেদ ঃ খেয়ে তৃপ্ত হতে না পারলে কি করতে হবে।

٧٤٣- عَنْ وَحْشِيِّ بنِ حَرْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنْ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ قَالَ : فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ قَالُوْا : نَعَمْ قَالَ : فَاجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৪৩। হযরত ওয়াহ্‌শী ইব্‌ন হারব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথীরা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা খেয়ে থাকি অথচ তৃপ্ত হয় না (এর প্রতিকার কি) তিনি বললেন ঃ সম্ভবত তোমরা পৃথকভাবে খেয়ে থাক? তাঁরা বললেন ঃ হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমরা সবাই তোমাদের খানা সবাই মিলে একত্রে খাও। আর আল্লাহর নাম নিয়ে নাও। দেখবে, তোমাদের খাদ্যে বরকত হবে। (আবু দাউদ)

بَابُ اْلأَمْرِ بِالْأَكْلِ مِنْ جَانِبِ الْقَصْعَةِ وَالنَّهْيُ الْأَكْلِ مِنْ وَسَطِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া, মাঝখান থেকে খাওয়া নিষেধ।

٧٤٤- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوْا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوْا مِنْ وَسَطِهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৭৪৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বরকত খাবারের মধ্যস্থলে অবতীর্ণ হয়। কাজেই তার একপাশ থেকে খাও। তার মধ্যস্থল থেকে খেয়ো না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُسْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيِّ ﷺ قَصْعَةٌ يَقَالُ لَهَا : الْغَرَّاءُ يَحْمِلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ فَلَمَّا أَضْحَوْا وَسَجَدُوا الضُّحَى أُتِيَ بِتِلْكَ الْقَصْعَةِ يَعْنِيْ وَقَدْ ثُرِدَ فِيْهَا فَالتَفُّوْا عَلَيْهَا ، فَلَمَّا كَثُرُوْا جَثَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيْ : مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا . وَلَمْ يَجْعَلَنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُوْا مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَدَعُوْا ذِرْوَتِهَا يُبَارَكَ فِيْهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ -

৭৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি (বড় ও ভারী) পাত্র ছিল। সেটিকে 'গাররা' বলা হত। চার চার জন লোক সেটিকে বহন করত। যখন চাশ্‌তের সময় হত এবং লোকজন চাশ্‌তের নামায সমাপন করত, তখন উক্ত পাত্র আনা হত। তাতে 'সারিদ' তৈরী করা হত। লোকজন পাত্রের চারপাশে বসে যেত। লোক সংখ্যা যখন বেড়ে যেত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু-জানু হয়ে বসতেন। একবার এক বেদুঈন বলল ঃ এ আবার কেমন বসা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ দেখ, আল্লাহ আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন। আমাকে কঠোর-উদ্ধত ও সত্যের সীমা লংঘনকারী বানাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বললেন ঃ তোমরা পাত্রের চারপাশ থেকে খাও, মধ্যের উচু স্থান থেকে খেয়ো না। কারণ তাতেই বরকত নাযিল হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

অনুচ্ছেদ ঃ হেলান দিয়ে খানা খাওয়া।

٧٤٦- عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا آكُلُ مُتَّكِئًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৪৬. হযরত আবু জুহাইফা ওহ্‌র ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি হেলান দিয়ে খানা খাই না। (বুখারী)

٧٤٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থায় বসা দেখলাম যে, তাঁ উভয় হাঁটু খাড়া রয়েছে। তিনি তখন খেজুর খাচ্ছিলেন। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ بِثَلَاثِ أَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন আংগুলে খাওয়া ও বরতনে চেটে খাওয়া ইত্যাদি।

٧٤٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ أَصَابِعَهُ حَتّٰى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৪৮. হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন খানা খায় সে যেন তার আংগুল মুছে না ফেলে বরং তা চেটে খায় বা কাউকে দিয়ে চাটিয়ে নেয়। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٤٩- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৪৯. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন আংগুল খেয়ে থাকতেন। খাওয়া শেষ হলে আংগুল চেটে খেতেন। (মুসলিম)

٧٥٠- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَا تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন আংগুল ও খাওয়ার পাত্র লেহন করে খাওয়াব। আরো বলেছেন ঃ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খাবারে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥١- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫১. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন লুমকা পড়ে যায় সে যেন তা তুলে নেয়, তাতে লেগে থাকা ময়লা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন খেয়ে ফেলে এবং শয়তানের জন্য ছেড়ে না দেয়। আর রুমাল দিয়ে হাত মুছে না ফেলে আংগুল চেটে যেন খায়। কারণ তার জানা নেই খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত আছে। (মুসলিম)

٧٥٢- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ،ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانَ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَايَدْرِىْ فِىْ أَىِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫২. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শয়তান তোমাদের প্রতিটি কাজের সময় হাযির হয়ে থাকে। এমন কি খাওয়ার সময় ও সে উপস্থিত হয়। কাজেই তোমাদের কারো লোক্‌মা পড়ে গেলে যেন তা খেয়ে নেয়। শয়তানের জন্য যেন ফেলে না রাখে। খানা থেকে যখন অবসর হয় যেন আংগুল লেহন করে খায়। কারণ তার জানা নেই, তার খাবারের কোন্ অংশে বরকত লুকিয়ে আছে। (মুসলিম)

٧٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا ، لَعِنَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ وَقَالَ : إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا وَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذٰى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَاتَدْرُوْنَ فِىْ أَىِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খানা খেতেন, তার নিকট আংগুল চেটে খেতেন আর বললেন ঃ তোমাদের কারো লোক্‌মা পড়ে গেলে যেন উঠিয়ে নেয় এবং তাতে লেগে যাওয়া ময়লা দূর করে খেয়ে ফেলে, শয়তানের জন্য যেন তা ছেড়ে না দেয়। তিনি পাত্র মুছে খাওয়ারও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের জানা নেই, তোমাদের কোন খানাতে বরকত নিহিত রয়েছে। (মুসলিম)

٧٥٤–وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ : لاَ ، قَدْ كُنَّا زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيْلاً فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৫৪. হযরত সাঈদ ইব্‌ন হারিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযূ করতে হবে কিনা। তিনি বলেছিলেন ঃ না, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যমানায় ছিলাম। তখন এ জাতীয় খানা আমরা খুব পেতাম না। অল্প-স্বল্প পেতাম। যখন পেতাম (এবং খেয়ে নিতাম), আমাদের নিকট রুমাল তো ছিল না। ছিল হাতের তালু বাযু আর পা। তাতেই হাত মুছে নিতাম। তারপর আমরা নামায পড়তাম। অযূ করতাম না। (বুখারী)

بَابُ تَكْثِيْرِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ খানায় অধিক সংখ্যক হাতের সমাবেশ হওয়া বা সবাই মিলে খাওয়া।

٧٥٥– عن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِيْ الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِيٌّ الْأَرْبَعَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৫৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। আর তিনজনের খাবার চার জনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী)

٧٥٦– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِيْ الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاثْنَيْنِ يَكْفِيْ الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِيْ الثَّمَانِيَةَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৫৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমি শুনেছি। তিনি বলতেন, একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবর চারজনের জন্য যথেষ্ট। আর চার জনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম)

بَابُ أَدَبِ الشُّرْبِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْإِنَاءِ عَلَى الْأَيْمَنِ فَالْأَيْمَنِ بَعْدَ الْمُبْتَدِئ۔

অনুচ্ছেদ ঃ পানি পান করার শিষ্টাচার ও তিন দমে পান পান করা পান পাত্রের বাইরে নিঃস্বাস ফেলা, পাত্রে নিঃশ্বাস না ফেলা, পান পাত্র ডান দিকের ব্যক্তিকে দেয়া।

٧٥٧– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَبِ ثَلَاثًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৫৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করতে তিনবার শ্বাস নিতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٥٨– وَعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَشْرَبُوْا وَاحِدًا كَشُرْبِ الْبَعِيْرِ وَلَكِنِ اشْرَبُوْا مَثْنَى وَثُلَاثَ وَسَمُّوْا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

৭৫৮. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা উটের ন্যায় এক নিঃশ্বাসে পানি পান করো না। বরং দু'তিনবার (শ্বাস নিয়ে) পান কর। আর বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ো যখন তোমরা পানি পান করা শুরু কর। আল-হামদু লিল্লাহ বলো যখন পান করা শেষ হয়। (তিরমিযী)

٧٥٩– وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ان النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ يَتَنَفَّس فِيْ الْأَنَاءِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৫৯. হযরত আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন পাত্রে শ্বাস নেওয়া থেকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٠– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْبَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ، فَشَرِبَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ : الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দুধ আনা হল, যাতে কিছু পানি মেশানো ছিল। তাঁর ডান দিকে ছিল এক বেদুঈন। আর বামে ছিলেন আবু বকর (রা)। তিনি তার থেকে কিছু পান করলেন। তারপর ঐ বেদুঈনকে দিলেন। আর বললেন ঃ ডানে যে থাকে, সে-ই অগ্রাধিকারের যোগ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦١- وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِتى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللّٰهِ لَا أُوْثِرُ بِنَصِيبِيْ مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬১. হযরত সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পানীয় (দুধ বা পানি) আনা হল. তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন। তার ডানে ছিল একটি বালক। আর বাম দিকে ছিল বৃদ্ধ বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি বালকটিকে বললেন, তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট পানীয় এদের (বৃদ্ধদের) দেয়ার অনুমতি দিচ্ছ? বালকটি বলল ঃ না আল্লাহর শপথ (কখনই) আপনার তরফ থেকে আমার জন্য নির্ধারিত অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) পিয়ালাটি বালকটির হাতে রেখে দিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبَةِ وَنَحْوِهَا وَبَيَانِ أَنَّهُ كَرَاهَةُ تَنْزِيْهٍ لَا تَحْرِيْمٍ-

অনুচ্ছেদঃ মশ্‌ক ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করা মাকরূহ, অবশ্য তা হারাম নয়।

٧٦٢-عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ يَعْنِيْ: أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا، وَيُشْرَبَ مِنْهَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৭৬২. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মশ্‌কের মুখ মুচড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ মশ্‌কের মুখ বাঁকিয়ে ভেংগে পানি পান করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٣- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِيْ السِّقَاءِ أَوِالْقِرْبَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার থলে বা মশ্‌কের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٤- وَعَنْ أُمِّ ثَابِتٍ كَبْشَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ أُخْتِ حَسَّانَ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِيْ قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيْهَا فَقَطَعْتُهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৬৪. হযরত সাবিতের কন্যা হাস্সান ইব্ন সাবিতের বোন উম্মে সাবিত কাব্শাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তারপর তিনি ঝুলন্ত মশ্কের মখে মুখ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন, আমি উঠে গিয়ে মশ্কের মুখটি কেটে নিলাম (বরকতের জন্য)। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ بِنَفْخٍ فِيْ الشَّرَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ পান করার পানিতে ফুঁ দেয়া অনুচিত।

٧٦٥– عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِيْ الشَّرَابِ فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَذَاةُ أَرَاهَا فِيْ الْإِنَاءِ ؟ فَقَالَ : أَهْرِقْهَا قَالَ : إِنِّي لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ :فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذًا عَنْ فِيْكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৬৫. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানীয় ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। একজন বলল ঃ পাত্রে কখনো কখনো ময়লা আবর্জনা দেখা গেলে তখন কি করা? তিনি বললেন ঃ তা ঢেলে ফেলে দেবে। লোকটি বলল ঃ আমি এক নিঃশ্বাসে পান করেতো তৃপ্ত হই না? তিনি বললেন ঃ তাহলে তখন মুখ থেকে পিয়ালা দূরে সরিয়ে নেবে।(তিরমিযী)

٨٦٦– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِيْ الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৬৬. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানির পাত্রে শ্বাস নিতে অথবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী)

بَابُ بَيَانِ جَوَازِ الشَّرَابَ قَائِمًا وَبَيَانِ أَنَّ الْأَكْمَلِ وَالْأَفْضَلَ الشُّرْبِ قَاعِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়িয হওয়া, অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ও ফযীলত পূর্ণ পান হয় বসে।

٧٦٧– وَعَنْ أَبِيْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَقَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৬৭. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যমযমনের পানি পান করিয়েছি। তিনি দাঁড়িয়েই তা পান করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٦٨- وَعَنْ النَّزَّالِ بنِ سَبْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِبَ قَائِمًا ، وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي فَعَلْتُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৬৮. হযরত নাযযাল ইব্ন সাবরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) বাবুর রাহবাহ নামক স্থানে এলেন, দাঁড়িয়ে পানি পান করলেন, তারপর বললেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে করতে দেখলে। (বুখারী)

٧٦٩- وَعَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَأْكُلُ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِيْ ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৬৯. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামানায় আমরা চলন্ত অবস্থায় খানা খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পানি পান করতাম। (তিরমিযী)

٧٧٠- وَعَنْ عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৭৭০. হযরত আমর ইব্ন শু'আইব (রা) কর্তৃক তার পিতা, তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি (কখনো) দাঁড়িয়ে আবার (কখনো বা) বসে পানি পান করতে। (তিরমিযী)

٧٧١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلَ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةَ لِأَنَسٍ : فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৭১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। কাতাদা (র) বলেন, আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তা খানা খাওয়ার ব্যাপারে কি হুকুম? তিনি বললেন, এটা খারাপ অথবা নিকৃষ্টতর কাজ। (মুসলিম)

٧٧٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَشْرَبَنْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا ، فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৭২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কোনমতেই দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যে ভুলবশত এরূপ করে ফেলে সে যেন বমি করে দেয়। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ كَوْنِ سَاقِيُ الْقَوْمِ اٰخِرُهُمْ شُرْبًا

অনুচ্ছেদ ঃ সাকী যে পান করায় সবার শেষে তার পান করা।

٧٧٣- عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ سَاقِىْ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৭৭৩. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কাওমের যে সাকী (পানীয় পরিবেশনকারী) হবে, পান করার দিক থেকে সে সবার শেষে থাকবে। (তিরমিযী)

بَابُ جَوَازِ الشُّرْبِ مِنْ جَمِيْعِ الْأَوَانِىْ الطَّاهِرَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَوَازُ الْكَرْعِ وَهُوَ الشُّرْبُ بِالْفَمِ مِنَ النَّهْرِ وَغَيْرِهِ بِغَيْرِ اِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِىْ لشُّرْبِ وَالْاَكْلِ وَالطَّهَارَةِ وَسَائِرِ وُجُوْهِ الْاِسْتِعْمَالِ -

অনুচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যতীত সকল পাত্র থেকে পান করা জায়িয, নহর ও ঝর্ণায় মুখ লাগিয়ে পান করা জায়িয। সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহরে করা বা পবিত্রতা অর্জন বা এগুলোর যে কোন প্রকার ব্যবহার হারাম।

٧٧٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِى قَوْمٌ فَأُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قَالُوْا كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ : ثَمَانِيْنَ وَزِيَادَةً - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৭৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সময় নিকটবর্তী হল। যাদের ঘর নিকটে ছিল তারা তাদের পরিজনদের নিকট (অযূ করতে) চলে গেল। কিছু সংখ্যক লোক বাকী রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট একটি পাথরের বাটি আনা হল। পাত্রটি এতো ছোট ছিল যে, তাতে তাঁর হাত সম্প্রসারিত করারও জায়গা ছিল না। (রাসূলুল্লাহর বরকতে) সমস্ত লোক তা থেকে অযূ করে নিল। লোকেরা বলল ঃ তোমাদের সংখ্যা কত ছিল? বলা হল ঃ আশিজন বা তার চাইতে কিছু বেশী। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٧٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا النَّبِىُّ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَا : فِىْ تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৭৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এলেন। আমার তাঁর জন্য পিতলের একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে এলাম। তিনি অযূ করলেন। (বুখারী)

٧٧٦- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِيْ شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৭৭৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারীর নিকট এলেন। সংগে তাঁর এক সাথীও (আবু বকর রা) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার মশকে যদি রাতের বাসী পানি থাকে, তাহলে দাও। অন্যথায় আমরা কোন নহর ইত্যাদিতে মুখ লাগিয়ে পানি পান করে নেব। (বুখারী)

٧٧٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ وَالشُّرْبِ فِيْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ هِيَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৭৬. হযরত হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের রেশমী ও রেশম সূতি মিশেল কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তিনি সোনা ও রূপার পাত্রে পান করা থেকেও নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এসব জিনিস দুনিয়াতে তাদের (অর্থাৎ কাফিরদের) জন্য নির্ধারিত আর তোমাদের জন্য আখিরাতে নির্দিষ্ট। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٧٨- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ :إِنَّ الَّذِيْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِيْ أَنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ : مَنْ شَرِبَ فِيْ إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ -

৭৭৮. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করবে, সে তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই প্রজ্জ্বলিত করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে ঃ যে রূপা ও সোনার পাত্রে খাবে অথবা পান করবে। তার আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ সে সোনার অথবা রূপার পাত্রে পান করবে, সে তার পেটে জাহান্নামেরই আগুন প্রজ্জ্বলিত করবে।

كِتَابُ اللِّبَاسِ

অধ্যায় ঃ পোষাক পরিচ্ছদ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ وَجَوَازِ الْأَحْمَرِ وَالْأَخْضَرِ وَالْأَصْفَرِ وَالْأَسْوَدِ وَجَوَازِهِ مِنْ قُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَغَيْرِهَا إِلَّا الْحَرِيرِ۔

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা কাপড় পরা ভাল; লাল, সবুজ, হলুদ ও কালো রংয়ের কাপড় পড়া জায়িয; সুতী, উলী, পশমী ইত্যাদি যাবতীয় কাপড় পরিধান করা জায়িয তবে রেশমী নয়।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا بَنِيْ اٰدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِيْ سَوَاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ (الأعراف : ٢٦)

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোষাক নাযিল করেছি। যেন তোমাদের দেহের লজ্জাস্থানসমূহকে ঢাকতে পার। এটা তোমাদের জন্য দেহের আচ্ছাদন ও শোভা বর্ধনের উপায়ও। আর সর্বোত্তম পোষাক হচ্ছে তাক্ওয়ার পোষাক।" (সূরা আ'রাফ ঃ ২৬)

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ (النحل : ٨١)

"তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন বস্ত্রের, যা তোমাদের তাপ থেকে রক্ষা করে। এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের বা তোমাদের যুদ্ধের সময় রক্ষা করে।" (সূরা নাহল ঃ ৮১)

٧٧٩– وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْبِسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ۔ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ۔

৭৭৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিতভ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের কাপড়গুলি থেকে সাদা কাপড় পরিধান করো। কারণ তোমাদের কাপড়গুলির মধ্যে এটাই সর্বোত্তম। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদেহ কাফন দিয়ো।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٠- وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبِسُوْا الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ - رَوَاهُ النَّسَائِىُّ وَالْحَاكِمُ -

৭৮০. হযরত সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোষাক পর। কারণ এটাই পবিত্র ও উৎকৃষ্টতর। আর সাদা কাপড়েই তোমাদের মৃতদেহ কাফন দিয়ো। (নাসাঈ ও হাকেম)

٧٨١- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرْبُوْعًا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮১. হযরত বারা'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গঠনাকৃতি ছিল মধ্যম ধরনের। আমি তাঁকে লাল চাদর গায়ে জড়ানো অবস্থায় দেখেছি। আমি (দুনিয়াতে) তাঁর চাইতে আর কোনো সুন্দর জিনিস দেখিনি।(বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٢- وَعَنْ أَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوْئِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا يَقُوْلُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ لَايُمْنَعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮২. হযরত আবু জুহায়ফা ওহব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মক্কায় দেখেছি। তখন তিনি বাত্‌হা নামক স্থানে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে ছিলেন। এমন সময় হযরত বিলাল (রা) তাঁর জন্য অযুর পানি নিয়ে এলেন। কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানির কিছু অংশ তো পেয়ে গেলেন। (আবার কেউ পেলেনও না) বরং অন্যান্যদের মারফতে কিছুটা লাভ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় লাল চোগা পরে বের হয়ে এলেন। আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উভয় হাঁটুর নিম্নদেশের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। তিনি অযূ করলেন। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন। আমি তাঁর মুখ এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। তিনি তখন ডানে ও বাঁয়ে হাইয়্যা আলাস্ সালাহ্ হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বলছিলেন। এরপর তাঁর সামনে একটি বর্শা ফলক গেড়ে দেয়া হল। তিনি সামনে অগ্রসর হয়ে নামায পড়ালেন। নামাযের সময় তাঁর সামনে দিয়ে কুকুর ও গাধা চলাচল করছিল। তাঁরপক্ষ থেকে তাদের কোনরূপ বাধা প্রদান করা হয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٣- وَعَنْ أَبِىْ رِمْثَةَ رِفَاعَةَ التَّيْمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৮৩. হযরত আবু রিমসাহ রিফাআহ তাইমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম তখন তাঁর গায়ে ছিল দু'টি সবুজ কাপড়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٨٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৪. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মক্কায়) প্রবেশ করলেন। তখন তিনি একটি কালো রংয়ের পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। (মুসলিম)

٧٨٥- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَأَنِّىْ أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৫. হযরত আবু সাঈদ আমর ইব্‌ন হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর মাথায় কালো রংয়ের পাগড়ী রয়েছে, যার উভয় কিনার তাঁর দুই কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। (মুসলিম)

٧٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُفِّنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيْهَا قَمِيْصٌ وَلَا عِمَامَةٌ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৭৮৬. হযরত আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনটি সাদা সূতী ইয়ামনী দ্বারা কাফন দেয়া হয়েছে। তাতে কামিস্ ও পাগড়ী ছিল না। (বুখারী ও মুসলিম)

٧٨٧- وَعَنْهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৭৮৭. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালো পশমে তৈরী চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। তাতে উটের পিঠের হাওদার নক্‌শা অংকিত ছিল। (মুসলিম)

٧٨٨- وَعَنْ الْمُغِيْرَةَ بنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ " كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِىْ مَسِيْرٍ فَقَالَ لِىْ : أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِه فَمَشَى حَتَّى تَوَارَى فِىْ سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتَ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتَ لأَنْزَعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ : دَعْهُمَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

وَفِى رِوَايَةٍ : وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ -

وَفِى رِوَايَةٍ : أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ -

৭৮৮. হযরত মুঘিরাহ ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একরাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংগী ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার সাথে কি পানি আছে? আমি বললাম, হাঁ (আছে) । তিনি সাওয়ারী থেকে নামলেন এবং একদিকে পায়ে হেটে রওয়ানা করলেন। এমন কি তিনি রাতের আঁধারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। আমি আমার পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি মুখ ধুয়ে নিলেন। তিনি তখন একটি পশমী জুব্বা পরিচিত ছিলেন। তিনি তার মধ্য থেকে তাঁর হাত দু'টি বের করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। অবশেষে জুব্বার নিচে দিয়ে হাত বের করলেন। তারপর উভয় বাযু ধুলেন ও মাথা মুবারক মসেহ্ করলেন। আমি তাঁর মোজা খোলার জন্য হাত বাড়ালাম। তিনি বললেন ঃ ওগুলো ছেড়ে দাও। আমি ওগুলো পাক অবস্থায় পরিধান করেছি। তারপর তিনি উভয় মোজার ওপর মাসেহ্ করে নিলেন। বুখারী ও মুসলিম আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিনি সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট সিরীয় জুব্বা পরিহিত ছিলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ এ ঘটনা তাবুক যুদ্ধের সময় সংঘটিত হয়েছিল।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْقَمِيْصِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা পরা ভালো বা মুস্তাহাব।

٧٨٩- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْقَمِيْصَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৮৯. হযরত উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সবচাইতে প্রিয় ও পসন্দনীয় কাপড় ছিল কামিস বা জামা। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ صِفَةِ طُوْلِ الْقَمِيْصِ وَالْكُمِّ وَالْإِزَارِ وَطَرَفِ الْعِمَامَةِ وَتَحْرِيْمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ الْخُيَلَاءِ وَكَرَاهِيَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা ও আস্তিন কিরূপ হতে হবে, জামাও আস্তিনের পরিমাণ। তহবন্দ ও পাগড়ীর সীমা এবং অহংকার বশতঃ কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া হারাম।

٧٩٠– وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كُمُّ قَمِيْصِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الرُّسْغِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ ـ

৭৯০. হযরত আসমা বিনতে আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জামার আস্তিন ছিল হাতের কব্জি পর্যন্ত। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٩١– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ أَبُوْبَكْرٍ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ إِزَارِيْ يَسْتَرْخِيْ إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ خُيَلَاءَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৭৯১. হযরত ইব্‌ন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার কাপড় ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি তাকাবেন না। হযরত আবু বকর (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তহবন্দ তো অধিকাংশ সময় ঝুলে যায়, যদি না আমি খুব সচেতন থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তা তুমি তো তাদের মধ্যে শামিল নও, যারা অহংকার বশত কাপড় ঝুলিয়ে থাকে। (বুখারী)

٧٩٢– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَنْظُرُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৭৯২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না যে অহংকারবশত তার তহবন্দ বা পাজামা ঝুলিয়ে দেয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

٧٩٣– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ـ

৭৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "দুই টাখনুর নিচে তহবন্দ যে পরিমাণ স্থান ঢেকে রাখবে, তা জাহান্নামে যাবে।" (বুখারী)

٧٩٤- وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ، قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا ! مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : وَالْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ -رَوَاهُ مُسْلِمٌ-

৭৯৪. হযরত আবু যারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনজন লোকের সাথে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ফিরে তাকাবেন না। এবং (গুনাহ থেকে) তাদের পাকও করবেন না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিন তিনবার বললেন। হযরত আবু যার (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ সকল বিফল মনোরথ ও বঞ্চিত কারা? তিনি বললেন ঃ তারা হচ্ছে ১. যে অহংকার করে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। ২. যে উপকার করে খোঁটা দেয় বা বলে বেড়ায় এবং ৩. যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রয় করে থাকে। (মুসলিম)

٧٩٥- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : اَلْإِسْبَالُ فِىْ الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَالْعِمَامَةِ وَمَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ-

৭৯৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তহবন্দ বা পায়জামা, জামা ও পাগড়ীই ঝুলিয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি অহংকার বশত এরূপ কিছু ঝুলিয়ে দেবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি তাকাবে না। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

٧٩٦- وَعَنْ أَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لاَيَقُوْلُ شَيْئًا إِلاَّ صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ : مَنْ هٰذَا؟ قَالُوْا : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ ، عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتٰى قُلْ : اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ قَالَ : قُلْتُ

: أَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ الَّذِىْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ ، وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلاَةٍ ، فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ : اعْهَدْ إِلَىَّ قَالَ : لاَ تَسُبَّنَّ أَحَدًا قَالَ : فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ بَعِيْرًا ، وَلاَ شَاةً وَلاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ ، إِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ : وَارْفَعْ إِزَارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلاَ تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ ، فَإِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৭৯৬. হযরত আবু জুরাই জাবির ইব্‌ন সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একজনকে দেখলাম, লোকেরা তার মতামতের অনুসারী করে থাকে। সে যাই বলুক না কেন লোকজন তা-ই গ্রহণ করে নেয়। আমি বললাম ঃ ইনি কে? লোকেরা বলল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম । আমি বললাম ঃ "আলাইকাস্‌ সালামু ইয়া রাসূলাল্লাহ"। এরূপ দু'বার বললাম। তিনি বললেন ঃ 'আলাইকাস্‌ সালাম' বলো না। কারণ 'আলাইকাস্‌ সালাম' হলো মৃতের সালাম। বরং বল ঃ 'আস্‌ সালামু আলাইকা'। আমি বললাম ঃ আপনি আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন ঃ (হাঁ), আমি আল্লাহর রাসূল। তুমি যদি কোন বিপদ মুসিবতে পড় সেই আল্লাহরই নিকট দো'আ করবে, তিনি তা দূর করে দেবেন। তুমি যদি দুর্ভিক্ষে পড় (ও কোনরূপ শস্য উৎপন্ন না হয়), তাঁর যদি জনমানব-হীন অথবা পানি বিহীন প্রান্তরে থাক, আর তোমার সাওয়ারী হারিয়ে যায় তুমি তাঁর নিকট দু'আ করবে, তিনি তোমাকে তা ফিরিয়ে দেবেন। জাবির ইব্‌ন সুলাইম (রা) বলেন, আমি বললাম, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ কাউকে কখনো গালি-গালাজ করো না। জাবির (রা) বলেন, এরপর আমি আর কখনো আযাদ, গোলাম, তথা উট,বকরী ওয়ালাকেও গালি দেইনি। ভাল ও নেকির কোন কাজকে ছোট ও নিকৃষ্ট জেনো না। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলবে। এটিও একটি ভাল ও নেকির কাজ। ইযার বা তহবন্দ হাঁটুর নিচে অর্ধেক পর্যন্ত ওঠাবে। এত দূর যদি ওঠাতে তোমরা বাধা থাকে তাহলে অন্ততঃ টাখনু পর্যন্ত ওঠাবে। পায়জামা (গিরার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়া থেকে দূরে থাকবে। কারণ এটা হচ্ছে অহংকারের অন্তর্গত। আর আল্লাহ অহংকার পসন্দ করেন না। কেই যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার সম্পর্কে যা সে জানে সে বিষয় তোমার দুর্নাম করে, তুমি তার সম্পর্কে যান জান, সে বিষয়ে তার দুর্নাম করো না। কারণ এর খারাপ পরিণাম তারই ওপর বর্তাবে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٧٩٧- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلُ إِزَارِهِ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، مَالَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ؟ قَالَ ؟ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি (টাখনুর নিচে) তহবন্দ ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, যাও, আবার অযূ কর। সে গেল ও পুনরায় অযূ করে এল। তিনি আবার বললেন, যাও, আবার অযূ করে এস। একজন বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তাকে অযূ করে আসার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন? তারপর আবার নিরবতা অবলম্বন করছেন? তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি তার তহবন্দ (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়েই নামায পড়েছে। অথচ আল্লাহ এমন লোকের নামায কবুল করেন না, যে তার তহবন্দ ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ে। (আবু দাউদ)

٧٩٨- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ بِشْرٍ التَّغْلِىِّ قَالَ : أَخْبَرَنِى أَبِى وَكَانَ جَلِيْسًا لِأَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ : كَانَ بِدِمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ ، وَكَانَ رَجُلاً مُتَوَحِّدًا قَلَّمَا يُجَالِسُ النَّاسَ ،إِنَّمَا هُوَ صَلاَةٌ ، فَإِذَا فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيْحٌ وَتَكْبِيْرٌ حَتَّى يَأْتِىَ أَهْلَهُ فَمَرَّ بِنَا وَنَحْنُ عِنْدَ أَبِىْ الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَرِيَّةً فَقَدِمَتْ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ فِى الْمَجْلِسِ الَّذِىْ يَجْلِسُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ لَوْ رَأَيْتَنَا حِيْنَ الْتَقَيْنَا نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلاَنٌ وَطَعَنَ ، فَقَالَ خُذْهَا مِنِّىْ ، وَأَنَا الْغُلاَمُ الْغِفَارِىُّ ، كَيْفَ تَرَى فِىْ قَوْلِهِ ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ آخَرَ فَقَالَ : مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، فَتَنَازَعَا حَتَّى سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ؟ لاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْجَرَ وَيُحْمَدَ فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ سُرَّ بِذَلِكَ ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُوْلُ : أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ ، فَمَا زَالَ يُعِيْدُ عَلَيْهِ حَتَّى أَنِّى لَأَقُوْلُ

لَيَبْرُكَنَّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ قَالَ : فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا أخَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهِ بِالصَّدَقَةِ لاَيَقْبِضُهَا ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمُ الْأَسَدِيُّ! لَوْلاَ طُوْلَ جُمَّتِهِ وإِسْبَالُ إِزَارِهِ! فَبَلَغَ خُرَيْمًا ، فَعَجَّلَ ، فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ ، وَرَفَعَ إِزَارَهِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا اٰخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلاَ تَضُرُّكَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّكُمْ قَادِمُوْنَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوْا رِحَالَكُمْ ،وَأَصْلِحُوْا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُوْنُوْا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِيْ النَّاسِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الْفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُّشَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৮. হযরত ইব্‌ন বিশ্‌র তাগ্‌লিগী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে আমার পিতা খবর দিয়েছেন। তিনি ছিলেন আবু দারদা (রা)-এর সাথী। তিনি (বিশ্‌র) বলেন, দামেশ্‌কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সাহাবী ছিলেন। তাঁকে ইবন হান্‌যালিয়াহ বলা হত। তিনি নির্জনতা বেশী পসন্দ করতেন। লোকদের সাথে মেলামেশা খুব কমই করতেন। নামাযেই অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিতেন। নামায থেকে অবসর হয়ে তাসবীহ্ ও তাকবীরে মশগুল থাকতেন। এ অবস্থায়ই তিনি তার পরিবার পরিজনের নিকট আসতেন। (একবার) তিনি আমাদের নিকট দিয়ে গেলেন। আমরা তখন হযরত আবু দারদা (রা)-এর নিকট ছিলাম। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেন ঃ এমন কোন কথা আমাদের বলে দিন, যা আমাদের উপকারে আসবে অথচ আপনারও কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠালেন। বাহিনী ফিরে আসার পর তাদের একজন এল। এসে ঐ মজলিসে বস্‌ল যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেছিলেন। আগত লোকটি তাঁর পাশে বসা লোকটিকে বললো ঃ যদি তুমি আমাদের তখন দেখতে পেতে যখন জিহাদের ময়দানে আমরা শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলাম, উমুক (কাফের) বর্শা উঠিয়ে আক্রমণ করলো এবং খোঁচা দিলো। জবাবে (আক্রান্ত মুসলমানটি) বললো ঃ এইনে আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হচ্ছি গিফার গোত্রের ছেলে।" তার এই বক্তব্য সম্পর্কে আপনি কি বলেন? লোকটি বললো ঃ আমার মতে (অহংকারের কারণে) তার সাওয়াব নষ্ট হয়ে গেছে। অন্য একজন একথা শুনে বললো ঃ আমি তো এতে কোনো ক্ষতি দেখি না। তারা বিতর্কে লিপ্ত হলো। এমনি সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও শুনে ফেললেন। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এতে কোনো ক্ষতি নেই, তাকে (আখিরাতে) সাওয়াব দেয়া হবে এবং (দুনিয়ায়) প্রশংসা করা

হবে। বিশ্‌র (র) বলেন, আমি হযরত আবু দারদাকে (রা) দেখলাম, তিনি এতে খুশী হয়েছেন ও তাঁর দিকে নিজের মাথা উঠাচ্ছেন এবং বলছেন ঃ আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে একথা শুনেছেন? জবাবে হযরত ইবন হানযালীয়া (রা) বলেন ঃ হাঁ, শুনিছে। কাজেই হযরত আবু দারদা (রা) বারবার একথাটি ইব্‌ন হানযালীয়ার সামনে বলতে লাগলেন। এমন কি আমি অবশেষে বলেই ফেললাম, আপনি কি ইব্‌ন হানযালীয়ার হাঁটুর ওপর চড়ে বসতে চান?

বিশ্‌র (র) বলেন ঃ অন্য একদিন ইবন হানযালীয়া আবার আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেনঃ এমন কিছু কথা বলুন যা আমাদের কাজে লাগে এবং আপনার ও কোন ক্ষতি না হয়। জবাবে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার ঘোড়ার খাবারের জন্য অর্থ ব্যয় করে সে এমন এক ব্যক্তির ন্যায় সে সাদাকা দেবার জন্য নিজের হাত বাড়িয়ে দেয় এবং তা আর টেনে নেয় না। তারপর আর একদিন ইবন হানযালীয়া (রা) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত আবু দারদা (রা) তাঁকে বলেন, এমন কিছু কথা আমাদের বলুন, যাতে আমরা লাভবান হই এবং আপনার ক্ষতি না হয়। তিনি জবাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, খুরাইম উসাইদী কী চমৎকার ব্যক্তি যদি তার চুল বেশী লম্বা না হয় এবং তার ইযার টাখ্‌নুর নিচে না পড়ে। কথাটি খুরাইমের কানে পৌছে গেলো। তিনি দ্রুত ছুরি নিলেন এবং নিজের চুল কান পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং নিজের ইযারটি হাঁটু ও টাখ্‌নুর মাঝখানে অর্ধাংশ পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। তারপর আর একদিন ইবন হান্‌যালীয়া আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু দারদা (রা) তাঁকে বললেন, এমন কিছু কথা আমাদের শুনান যাতে আমাদের লাভ হয় ও আপনার কোন ক্ষতি না হয়। জবাবে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ (জিহাদ থেকে ফেরার পর) তিনি বলছিলেন ঃ তোমরা নিজেদের ভাইদের কাছে যাচ্ছো। কাজেই তোমরা নিজেদের হাওদাগুলো ঠিক করে নাও এবং নিজেদের পোষাকগুলোও ঠিক করে নাও, এমনকি তোমরা লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম পোষাকধারীও সর্বোত্তম চেহারার অধিকারী হয়ে যাও। কারণ আল্লাহ অশ্লীলতার ধারক ও নিঃসংকোচে অশ্লীল কার্য সম্পাদনকারীকে ভালোবাসেন না। (আবু দাউদ)

٧٩٩– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৭৯৯. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন ঃ মুসলমানের লুংগি,পায়জামা হাঁটু ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি স্থানে (নিসফ সাক) থাকা বাঞ্ছনীয়। আর এই নিস্‌ফাক ও পায়ের গাঁটের মাঝামাঝি স্থানে থাকা

দোষনীয় নয়। টাখ্নুর (পায়ের গাঁট) নিচে যেটুকু থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে। যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে লুংগি পায়জামা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। (আবু দাউদ)

٨٠٠ - وَعَنْ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَفِى إِزَارِىْ اسْتِرْخَاءُ فَقَالَ : يَا عَبْدُ اللّٰهِ . ارْفَعْ إِزَارَكَ فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ : زِدْ فَزِدْتُ فَمَا زِلْتَ أَتَحَرَّاهَا بَعْدَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ :إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮০০. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট দিয়ে গিলাম। আমার তহবন্দ তখন নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আবদুল্লাহ তোমার তহবন্দ ওপরে উঠাও। আমি ওপরে ওঠালাম। তিনি আবার বললেন ঃ আরো উঠাও। আমি আরো উঠালাম। এভাবে তাঁর নির্দেশক্রমে উঠাতেই থাকলাম। লোকদের একজন বলল ঃ তা কতদূর উঠাতে হবে (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) তিনি বললেন, নিসফ সাক (অর্ধজানু) পর্যন্ত। (মুসলিম)

٨٠١- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُوْلِهِنَّ قَالَ يُرْخِيْنَ شِبْرًا قَالَتْ : إِذَا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ : فَيُرْخِيْنَهُ ذِرَاعًا لاَيَزِدْنَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮০১. হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ব্যক্তি অহংকার বশত তার কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি ফিরেও তাকাবেন না। উম্মে সালামা (রা) বললেন ঃ তাহলে মহিলারা তাদের আঁচলের ব্যাপারে কি করবে। তিনি বললেন ঃ তারা এক বিঘত পরিমাণ ছেড়ে দেবে। উম্মে সালামা (রা.) বললেন ঃ এতে তো তাদের পা উম্মুক্ত হয়ে পাড়বে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তাহলে এক-হাত পর্যন্ত ঝুলাতে পারে। এর চাইতে যেন বেশি নয় হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَرْكِ التَّرْفَعِ فِىْ اللِّبَاسِ تَوَاضُعًا

অনুচ্ছেদ ঃ বিনয়-নম্রতার জন্য উন্নত পোষাক পরিহার করা।

٨٠٢- وَعَنْ مُعَاذِبْنِ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيْمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

৮০২. হযরত মু'আয ইব্‌ন আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিনয়-নম্রতা স্বরূপ উন্নতমানের পোষাক পরিহার করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকল সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে আহবান করবেন। এমন কি তাকে ঈমানের (পোষাক বা) অলংকার সমূহ থেকে যেটি ইচ্ছা সেটিকেই পরিধান করার স্বাধীনতা দেয়া হবে। (তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَسُّطِ فِيْ اللِّبَاسِ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يَزْوِيْ بِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَقْصُوْدٍ شَرْعِيٍّ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ পোষাক-পরিচ্ছদ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

٨٠٣ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ـ

৮০৩. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর বান্দার উপর তার নিয়ামত ও অনুগ্রহের নিদর্শন দেখতে পসন্দ করেন।(তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ لِبَاسِ الْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ وَتَحْرِيْمِ جُلُوْسِهِمْ عَلَيْهِ وَاسْتِنَادِهِمْ إِلَيْهِ وَجَوَازِ لُبْسِهِ لِلنِّسَاءِ ـ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় ব্যবহার করা, তার উপর বসা হারাম, অবশ্য মহিলার জন্য জায়িয।

٨٠٤ـ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلْبَسُوْا الْحَرِيْرَ؛ فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِيْ الْآخِرَةِ ـ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ـ

৮০৪. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রেশম পরিধান করো না। কারণ দুনিয়াতে যে রেশম পরল, আখিরাকে তা পরা থেকে বঞ্চিত হল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٥- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮০৫. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনিছে ঃ (দুনিয়াতে) রেশম সে-ই পরে থাকে যার জন্য (আখিরাতে) কোন অংশ নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٦- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِيْ الدُّنْيَا لَمْ يَلْبُسْهُ فِيْ الآخِرَةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮০৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াতেই যে রেশম পরে নিল, পরকারে সে তা পরতে পরবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٠٧- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيْرًا فَجَعَلَهُ فِيْ يَمِيْنِهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِي - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮০৭. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, তিনি রেশম নিলেন ও ডান হাতে রাখলেন। আর সোনা নিলেন ও তা বাম হাতে রাখলেন। তারপর বললেন ঃ এদু'টো জিনিসই আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। (আবু দাউদ)

٨٠٨- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيْرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮০৮. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রেশমের পোষাক ও সোনার জিনিস আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে। আর হালাল করা হয়েছে এগুলো তাদের নারীদের ওপর।(তিরমিযী)

٨٠٩- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِيْ أٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيْهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮০৯. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন রেশমী ও রেশম-সূতী মিশেল পোষাক পরিধান করতেও এবং তাতে বসতে। (বুখারী)

بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ খুজলী-পাঁচড়া ওয়ালার জন্য রেশম ব্যবহার জায়িয।

٨١٠- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : رَخَّصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবাইর ও আবদুর রহমান ইবন আউফ (রা)-কে রেশম ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। কারণ তাদের উভয়ের শরীরে ছিল খোস-পাঁচড়া। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ افْتِرَاسِ جُلُوْدِ النُّمُوْرِ وَالرُّكُوْبِ عَلَيْهَا

অনুচ্ছেদ ঃ চিতাবাঘের চামড়ার উপর বসা ও তার উপর সাওয়ার হওয়া নিষেধ

٨١١- عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَرْكَبُوْا الْخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮১১. হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সাওয়াব হয়ো না রেশম ও চিতাবাঘের চামড়ার জিন বা গদীর ওপর। হাদীসটি হাসান"। (আবু দাউদ)

٨١٢- وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ بِأَسَانِيْدَ صِحَاحٍ -

৮১২। হযরত আবুল মালিহ (র) কর্তৃক তাঁর পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্য জন্তুর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ সনদে এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন।

بَابُ مَايَقُوْلُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا حَرِيْرًا أَوْ نَحْوَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন কাপড়-জুতা-ইত্যাদি পরিধান করার দু'আ।

٨١٣- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيْصًا أَوْ رِدَاءً يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَهِ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন প্রথমে তার নামকরণ করতেন। যেমন বলতেন, এটি পাগড়ী, জামা অথবা চাদর। তারপর বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কাসাওতানীহি -------। 'হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা! তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছে। আমি তোমার নিকট এর মধ্যে নিহিত কল্যাণের প্রত্যাশী এবং ঐ কল্যাণের ও প্রত্যাশী যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ কাপড়ের অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থী। এবং ঐ অনিষ্ট ও অক্যাণ থেকেও আশ্রয় প্রার্থী, যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ اسْتِحْبَابُ الاِبْتِدَاءِ بِالْيَمِيْنِ فِىْ اللِّبَاسِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় পরতে ডান দিক থেকে শুরু করা মুস্তাহাব।

هَذَا الْبَابُ قَدْ تَقَدَّمَ مَقْصُوْدَهُ وَذَكَرْنَا الْأَحَادِيْثَ الصَّحِيْحَةَ فِيْهِ

এ সম্পর্কিত সহীহ হাদীস ও বর্ণনাসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে

كِتَابُ آدَابِ النَّوْمِ

অধ্যায় ঃ ঘুমের শিষ্টাচার

بَابُ آدَابِ النَّوْمِ وَالْإِضْطِجَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম, শোয়া, বসার শিষ্টাচার।

٨١٤- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَى مِنْكَ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮১৪। হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় শয়ন করতে যেতেন, তখন ডান পাশে শুতেন। তারপর বরতেন ঃ 'আল্লাহুম্মা আসলামতু নাফসী ইলাইকা ----------।' 'আল্লাহ আমি আমাকে তোমরাই কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সত্তাকে তোমারই দিকে ফেরালাম। আমার কাজ তোমারই ওপর সপর্দ করলাম। আমি আমার পিঠ তোমারই আশ্রয়ে ঠেকালাম তোমার কাছে আশা ও আশংকা সহকারে। তুমি ছাড়া কোথাও (তোমার আযাব ও শাস্তি থেকে) আশ্রয় ও মুক্তির উপায় নেই। আমি ঈমান আনলাম তোমার কিতাবের উপর, যা তুমি নাযিল করেছ আর ঐ নবীর উপর, যাকে তুমি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি। (বুখারী)

٨١٥- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيْهِ : وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১৫. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যখন শোয়ার বিছানায় যাবার ইচ্ছা করবে, তখন নামাযের অযূর ন্যায় অযূ করে নেবে। তারপর ডানকাতে শুয়ে পড়বে। এরপর বলবে,

..... পূর্বের মতই বললেন। তাতে এর রয়েছে যে, একথা গুলোকেই তোমার শেষ কথা হিসেবে উচ্চারণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨١٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيَ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮১৬. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এগার রাকাআত নামায পড়তেন। যখন সুব্হে সাদিক হয়ে যেত তখন হাল্কা দু'রাকা'আত নামায পড়তেন। তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়তেন। তাপর মুয়ায্যিন এসে তাঁকে জামায়াত সম্পর্কে অবহিত করত। (বুখারী ও মুসলিম)

٨١٧- وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮১৭. হযরত হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে যখন শয্যায় যেতেন, গালের নিচে হাত রাখতেন। তারপর বলতেন ঃ 'আল্লাহুম্মা বিইস্মিকা আমুতু ওয়া আহ্ইয়া'। – হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মরছি ও জিন্দা হচ্ছি। ঘুম থেকে যখন জাগতেন, তখন বলতেন ঃ আল-হামদু লিল্লাহিল্লাযী আহ্ইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশূর'। –সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন। আর তাঁরই নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী)

٨١٨- وَعَنْ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبِيْ : بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِيْ الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِيْ إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ قَالَ فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮১৮. হযরত ইয়াঈশ ইব্ন তিখফাহ গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা (রা) বলেছেন, আমি একবার মসজিদে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ কে একজন তার পা দিয়ে আমাকে নাড়া দিতে লাগল। তারপর বলল ঃ এ ধরনের শোয়াকে আল্লাহ অপসন্দ (ও ঘৃণা) করে থাকেন। আমার পিতা (রা) বলেন, চেয়ে দেখি, তিনি ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (আবু দাউদ)

٨١٩- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَايَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৮১৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বৈঠকখানা মজলিসে বসবে এবং সেখানে মহান আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই কাটাবে, এটা তার জন্য ক্ষতি ও ভর্ৎসনার কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শোয়ার জায়গায় শোবে অথচ মহান আল্লাহর স্মরণ ছাড়াই কাটাবে, এটাও তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতি ও ভর্ৎসনার কারণ হবে। (আবু দাউদ)

بَابُ جَوَازِ الْاِسْتِلْقَاءِ عَلَى الْقَفَا وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا لَمْ يَخَفْ اِنْكِشَافَ الْعَوْرَةِ جَوَازِ الْقُعُوْدِ مُتَرَبِّعًا وَمُحْتَبِيًا.

অনুচ্ছেদ ঃ চিৎ হয়ে শোয়ার বৈধতা এবং সতর উম্মুক্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকলে এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দেওয়ার অনুমতি। আর আসন পিঁড়ি দিয়ে ও উঁচু হয়ে বসার বৈধতা।

٨٢٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِيْ الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৮২০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে এক পা আর এক পায়ের ওপর রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে দেখেন। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢١- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

৮২১. হযরত জাবির ইব্ন সামুরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি ফজরের নামাযের পর আসন পিঁড়ি দিয়ে তাঁর মজলিসে বসতেন। সূর্য উঠে ভালোভাবে উজ্জ্বল হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি বসে থাকতেন। এটি একটি সহীহ হাদীস। (আবু দাউদ)

٨٢٢- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ هٰكَذَا وَوَصَفَ بِيَدَيْهِ الْاِحْتِبَاءِ وَهُوَ الْقُرْفُصَاءِ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৮২২. হযরত ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কা'বার আঙিনায় এভাবে দু'হাত দিয়ে 'ইহতিবা' করে বসে থাকতে দেখছি। ইবনে উমর (রা.) নিজের দু'হাত দিয়ে 'ইহতিবা' করে বসার অবস্থা দেখান। এটা আসলে 'কুরফুসা' অবস্থায় বসা। অর্থাৎ উবু হয়ে এমনভাবে বসা যাতে দু'হাটু খাড়া হয়ে থাকে এবং পাছার ওপর বসে সামনের দিক দিয়ে হাঁটুর নীচে দু'হাতে গোল করে ধরা থাকে। (বুখারী)

٨٢٣- وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ قَاعِدُ الْقُرْفُصَاءَ ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ فِى الْجِلْسَةِ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮২৩. হযরত কাইলাহ বিনতে মাখরামাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'কুরফূসা' অবস্থায় (অর্থাৎ দু'হাটু খাড়া রেখে পাছার ওপর বসে সামনের দিক দিয়ে দুই হাত বেড় দিয়ে হাঁটুর নিচে গোল কর ধরা) বসে থাকতে দেখেছি। যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এহেন খুশু ও খুযূর অবস্থায় (অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে একাগ্র চিত্ত) দেখলাম, আমার হৃদয় ভয়ে কেঁপে উঠলো। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٢٤- وَعَنِ الشَّرِيْدِ بنِ سُوَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ بِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِىَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِى فَقَالَ : أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ؟ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮২৪. হযরত শারীদ ইবন সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছ দিয়ে চলে গেলেন এমন অবস্থায় যখন আমি এভাবে বসেছিলাম। আমার বাম হাতটি ছিল আমার পিঠের ওপর আর আমি সোন দিয়েছিলাম আমার ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নরম গোশ্তের ওপর। তিনি (আমাকে) এ অবস্থায় (দেখে) বললেন ঃ তুমি কি তাদের মতো করে বসেছো যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল। (আবু দাউদ)

بَابُ آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মজলিসে ও একত্রে বসার শিষ্টাচার।

٨٢٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ ، وَلٰكِنَّ تَوَسَّعُوْا وَتَفَسَّحُوْا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسْ فِيْهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮২৫. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তি যেন কাউকে তার জায়গা থেকে থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসে। তবে জায়গা বিস্তৃত করে দাও এবং ছড়িয়ে বসো। আর ইব্‌ন উমরের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতো তাহলে তিনি তার ছেড়ে দেয়া জায়গায় বসতেন না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٢٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮২৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোনো ব্যক্তি যদি তার জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার পর আবার সেখানে ফিরে আসে, তাহলে সেই জায়গায় বসার হক তারই সবচেয়ে বেশী। (মুসলিম)

٨٢٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮২৭. হযরত জাবির ইবন সামুরাহ (রা) বর্ণনা করেছেন, আমরা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হতাম তখন আমাদের প্রত্যেকে সেখানে বসে পড়তো যেখানে মজলিসের লোকজনের বসা শেষ হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٢٨- وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَاكُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮২৮. হযরত আবু আবদুল্লাহ সালমান ফারসী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'য়ার দিন গোসল করে, তার সামর্থ অনুযায়ী পাক-পবিত্রতা অর্জন করে এবং তেল মাখে বা খুশবু লাগায় যা তার ঘরে আছে তার মধ্য থেকে, তারপর ঘর থেকে নামাযের জন্য বের হয় এবং দু'জন লোককে সরিয়ে তার মধ্যে বসে পড়ে না, তারপর নামায পড়ে, যা আল্লাহ তার জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন, অতঃপর ইমাম খুত্‌বা পড়ার সময় চুপ করে বসে থাকে, আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ যা সে এক জুমু'য়া থেকে আর এক জুমু'য়ার মধ্যবর্তী সময়ে করেছে, মাফ কর দিবেন। (বুখারী)

٨٢٩- وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮২৯. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তাঁর পিতা তাঁর প্রপিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ দুই ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তাদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করা হালাল নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٣٠- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ : أَنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَلْعُوْنٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ لَعَنَ اللّٰهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَا جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩০. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইমামান (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর লানত বর্ষণ করেছেন যে বৃত্তের মাঝখানে গিয়ে বসে পড়ে। (আবু দাউদ) আর ইমাম তিরমিযী (র) আবু মিজলায (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি বৃত্তের মাঝখানে বসে পড়ায় হযরত আবু হুযাইফা (রা) বললেন ঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এ কাজটির ওপর) লানত বর্ষণ করেছেন। অথবা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ দিয়ে আল্লাহ লা'নত বষর্ণ করেন সেই ব্যক্তির ওপর যে বসে পড়ে বৃত্তের মাঝখানে। তিরমিযী বলেন, এটি হাসান হাদীস।

٨٣١- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৩১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বেশী বিস্তৃত ও ছড়ানো মজালিসই হচ্ছে সব চেয়ে ভালো মজলিস।" (আবু দাউদ)

٨٣٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَلَسَ وَمَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبَ إِلَيْكَ ؛ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِىْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৩২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে যদি অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা বলা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে মজলিস থেকে ওঠার আগে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমি পাক-পবিত্র, প্রশংসা তোমারই জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাচ্ছি এবং তোমার তাওবা করছি।" এ ক্ষেত্রে ঐ মজলিসে সে যা কিছু করেছিল সব মাফ করে দেয়া হয়। (তিরমিযী)

٨٣٣- وَعَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ مِنَ الْمَجْلِسِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبَ إِلَيْكَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّكَ لَتَقُوْلُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُوْلُهُ فِيْمَا مَضَى؟ قَالَ : ذٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُوْنُ فِىْ الْمَجْلِسِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৩৩. হযরত আবু বারযাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ বয়সে মজলিস থেকে ওঠার ইচ্ছা করার সময় বলতেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবূদ নেই। আমি তোমার কাছে মাগফিরাত চাচ্ছি এবং তোমার কাছে তাওবা করছি।" এক ব্যক্তি বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এখন এমন কথা বলছেন যা এর আগে বলতেন না। জবাবে তিনি বললেন ঃ একথাগুলো হচ্ছে এ মজলিসে যা কিছু হয়েছে তার কাফ্ফারা। (আবু দাউদ)

٨٣٤- وَعَنْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ " قَلَّمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهٰؤُلاَءِ الدَّعَوَاتِ : اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا ،

وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩৪. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন মজলিস খুব কমই ছিল যেখান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠতেন এবং এই দু'আগুলো পড়তেন না ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের এতটা ভীতি প্রদান করো যা আমাদের ও গুনাহের মাঝখানে অন্তরাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, আর আমাদের তোমার আনুগত্যের এতটা সুযোগ দান করো যা আমাদের তোমার জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিত সক্ষম হয় এবং আমাদের এতটা প্রত্যয় দান করো যা দুনিয়ার বালা মুসিবতকে আমাদের জন্য সহজ করে দেয়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যতদিন জীবিত রাখো ততদিন আমাদের শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও অন্যান্য শক্তি থেকে আমাদের উপকৃত হবার তাওফীক দান করো। আর সেই উপকার থেকে আমাদের ওয়ারিস বানিয়ে দাও। আমাদের হিংসা ও প্রতিশোধ স্পৃহাকে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো যে আমাদের ওপর যুলুম করেছে। যে আমাদের সাথে শত্রুতা করে তার বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। দীনের বিপদের মধ্যে আমাদের ফেলে দিয়ো না। দুনিয়াকে আমাদের চিন্তার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করো না। আর যারা আমাদের প্রতি সদয় নয় তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না। (তিরমিযী)

٨٣٥- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَيَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ ، إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً" - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ -

৮৩৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন কোনো দল নেই, যারা কোনো মজলিসে দাঁড়ায় যেখানে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় না। তারা দাঁড়ায় মরা গাধার মতো আর তাদের জন্য আক্ষেপ ও লজ্জাই থাকে। আবু দাউদ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٨٣٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ" مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوْا اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ فِيْهِ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কোনো দল যদি কোনো মজলিসে বসে সেখানে মহান আল্লাহর নাম

না নেয় এবং নিজেদের নবীর ওপর দরুদ ও না পড়ে তাহলে এটা তাদের ক্ষতির কারণ হবে। কাজেই আল্লাহ চাইলে তাদের আযাব দেবেন এবং চাইলে তাদের মাফ ও করে দেবেন। (তিরমিযী)

٨٣٧- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالَى فِيْهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ تِرَةٌ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৩৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসে মহান আল্লাহ নাম স্মরণ করে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আর যে ব্যক্তি কোনে স্থানে শয়ন করে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। (আবু দাউদ)

بَابُ الرُّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্ন ও এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ (الروم : ٢٣)

"আর তাঁর নিদর্শনের অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে তোমাদের দিনের ও রাতের ঘুম।"(সূরা রূম ঃ ২৩)

٨٣٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ قَالُوْا وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ : الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৩৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "নবুওয়তের কিছু অবশিষ্ট থাকবে না সুসংবাদ সমূহ ছাড়া। লোকেরা জিজ্ঞস করলো ঃ সুসংবাদ সমূহ কি? তিনি বললেন ঃ স্বপ্ন।" (বুখারী)

٨٣٩- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৩৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "যখন জামানা নিকটবর্তী হয়ে যাবে, মু'মিনের স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে না। মু'মিনের স্বপ্ন হচ্ছে নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ"। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٠- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَسَيَرَانِى فِى الْيَقْظَةِ أَوْ كَأَنَّمَا رَآنِى فِى الْيَقْظَةِ لاَ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) আরো বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্য আমাকে দেখলো, সে শীঘ্রই জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখবে। অথবা যেন সে জাগ্রত অবস্থায় আমাকে দেখলো। শয়তান আমার চেহারা ধারণ করতে পারে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤١- وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِىَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ اللّٰهِ عَلَيْهَا وَلِيُحَدِّثْ بِهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ : فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا الاَّ مَنْ يُحِبُّ وَاِذَا رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَاِنَّمَا هِىَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لأَحَدٍ فَإِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪১. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এমন কোনো স্বপ্ন দেখে যা সে ভালোবাসে তখন সেটা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ সময় তার এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করা এবং (বন্ধুদের) কাছে তা বিবৃত করা উচিত। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ তখন সে যাকে ভালোবাসে তাকে ছাড়া আর কাউকে সেটা না বলা উচিত। আর যদি এছাড়া এমন কোনো জিনিসের স্বপ্ন দেখে যা সে অপছন্দ করে, তাহলে এটা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। এ অবস্থায় তার ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এবং কারো কাছে তা বর্ণনা না করা উচিত। তাহলে এ স্বপ্ন তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٢- وَعَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ : اَلرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلاَثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لاَتَضُرُّهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪২. হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'সুস্বপ্ন', অন্য একটি রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ 'ভালো স্বপ্ন'– আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি এমন কিছু

স্বপ্নে দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে যেন সে বাঁ দিকে তিন বার ফুঁ দেয় এবং শয়তানের (ক্ষতি) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। তার এ স্বপ্ন তার কোরো ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٣- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ اَلرُّؤْيَا يَكْرَهُمَا فَلْيَبْصِقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلِيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৪৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন কোনো অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তখন যেন সে বাঁ দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় অর্থাৎ 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়তানির রাজীম' পড়ে । আর সে যে পাশে শুয়েছিল সে পাশটি যেন পরিবর্তন করে। (মুসলিম)

٨٤٤- وَعَنْ أَبِيْ الْأَسْقَعِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَالَمْ تَرَ أَوْ يَقُوْلَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَالَمْ يَقُلْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৪৪. হযরত আবুল আস্‌কা ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বৃহত্তম মিথ্যা হচ্ছে অন্য ব্যক্তিকে নিজের বাপ বলে দাবী করা অথবা তার চোখকে এমন জিনিস দেখানো যা সে দেখেনি (অর্থাৎ মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করা) অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সম্পর্কিত করে এমন কথা বলা যা তিনি বলেননি। (বুখারী)

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় ঃ সালাম করা

بَابُ فَضْلِ السَّلَامِ وَالْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের মাহাত্ম ও তা সম্প্রসারিত করা নির্দেশ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তার বাসিন্দাদের থেকে অনুমতি নাও এবং তাদের সালাম করো।" (সূরা নূর ঃ ২৮)

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِتَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور : ٦١)

"যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর, নিজেদের লোকদের সালাম করো দু'আ হিসেবে যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে এবং যা বরকতময় উৎকৃষ্ট।" (সূরা নূর ঃ ৬১)

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا (النساء : ٦)

"আর যখন কেই তোমাদের শরিয়ী বিধান মোতাবেক সালাম করে, তোমরাও ভালো কথায় তাদের সালাম করো অথবা সেই কথাগুলোই বলে দাও।" (সূরা নিসা ঃ ৮৬)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ (الذاريات : ٢٤ ، ٢٥)

"ইব্রাহীমের সম্মানিত মেহমানদের খবর কি তোমার কাছে পৌঁছেছে? যখন তারা তার কাছে এলো তারপর তাকে সালাম করলো। জবাবে তিনিও তাদের সালাম করলেন।" (সূরা যারিয়াত ঃ ২৪)

٨٤٥- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ : تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলো ঃ ইসলামে সবচেয়ে ভালো কাজ কি? জবাবে দিলেন ঃ অভুক্তদের আহার করানো ও সালাম করা চেনা-অচেনা নির্বিশেষে সবাইকে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٦- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالَى أٰدَمَ ﷺ قَالَ : إِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ، فَزَادُوْهُ : وَرَحْمَةُ اللّٰهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে বললেন ঃ 'যাও ফিরিশতাদের যে দলটি বসে আছে তাদের সালাম করো । আর তারা তোমাকে কি জবাব দেয় তা শুনো। তাঁরা যা জবাব দেবে তাই হচ্ছে তোমার ও তোমার সন্তানদের জবাব।' কাজেই আদম (আ) "আস্ সালাম আলাইকুম" (তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। ফিরিশ্‌তাগণ জবাবে বললেন ঃ "আল সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ" (তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত)। তারা 'ওয়ারাহমাতুল্লাহ' বাক্যটি বৃদ্ধি করেছিল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٧- وَعَنْ أَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِسَبْعٍ : بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَنَصْرِ الضَّعِيْفِ ، وَعَوْنَ الْمَظْلُوْمِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৪৭. হযরত আবু উবাদাহ বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাতটি বিষয়ের হুকুম দিয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে- ১. রোগীর শুশ্রুষা করা, ২. জানাযায় পেছনে যাওয়া, ৩. হাঁচি দানকারীর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলার জবাবে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলা, ৪. দুর্বল ও বৃদ্ধকে সাহায্য করা, ৫. মযলুমকে সহায়তা দান করা, ৬. সালামের প্রচলনা করা এবং ৭. কসম পূর্ণ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٤٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْا حَتَّى تَحَابُّوْا أَوْ لَا أَدُلُّكُم عَلَى شَئٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ ؛ أَفْشُوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৪৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর পরস্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণতা লাভ করবে না। আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলবো না যা করলে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে? সে কাজটি হচ্ছে ঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে ব্যাপক সালামের প্রচলন করো। (মুসলিম)

٨٤٩– وَعَنْ أَبِى يُوْسُفَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : يَأَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصِلُوْا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوْا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮৪৯. হযরত আবু ইউসুফ আবদুল্লাহ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ হে লোকেরা। (পরস্পরের মধ্যে) সালামের ব্যপাক প্রচলন করো, (অভূক্তদের) আহার করাও,, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে তেমন সময় গভীর রাতে নামায পড়ো। তাহলে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। (তিরমিযী)

٨٥٠– وَعَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِىْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، فَيَغْدُوْ مَعَهُ السُّوْقِ قَالَ : فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ عَلَى سَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِيْنَ وَلَا أَحَدٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِىْ إِلَى السُّوْقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوْقِ ،وَأَنْتَ لَاتَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِى مَجَالِسِ السُّوْقِ ؟ وَأَقُوْلُ : اِجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثْ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَطْنٍ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ إِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ ، فَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيْنَاهُ ـ رَوَاهُ مَالِكٌ ـ

৮৫০. হযরত তুফাইল ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের (রা) কাছে আসতেন। তিনি ইব্‌ন উমরের সংগে বাজারে যেতেন। তিনি বলেন ঃ যখন সকালে আমরা বাজারে যেতাম, যে কোনো উঠো দোকানদার, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিস্‌কীন বা যে কোন লোকের পাশ দিয়ে তিনি যেতেন, তাকেই সালাম দিতেন। তুফাইল (রা) বলেন ঃ একদিন আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমরের কাছে এলাম। তিনি যথারীতি আমাকে বাজারে নিয়ে যেতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম ঃ আপনি বাজারে গিয়ে কি করবেন? কোনো জিনিস বেচাকেনার জন্য আপনি দাঁড়াবেন না, কোনো দ্রব্যের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদও করবেন না এবং তার দরদামও করবেন না। আবার বাজারের কোনো মজলিসেও বসবেন না? বরং আমি বলছি,

আসুন, আমরা এখানে বসে কিছু কথাবার্তা বলে নিই। জবাবে ইব্‌ন উমর (রা) বললেন ঃ হে ভুঁড়িয়াল! (আর আসলে তুফাইলের ভুঁড়িটা ছিল বেশ বড়) আমরা সকালে বাজারে আসি স্রেফ সালাম দেবার উদ্দেশ্যে,যার সাথে দেখা হয় তাকে সালাম করি। (মুআত্তা)

بَابُ كَيْفِيَّةِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের পদ্ধতি ও অবস্থা।

٨٥١- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ أٰخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ : عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ثَلَاثُوْنَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৫১. হযরত ইমরান হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম'। তিনি তার সালামের জবাব দিলেন। সে ব্যক্তি বসে পড়লো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "দশটি নেকী লেখা হয়েছে।" এরপর আর এক ব্যক্তি এসে বললো ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। তিনি তার জবাব দিলেন। সে লোকটিও বসে পড়লো। তখন তিনি বললেন ঃ তিরিশটি নেকী লেখা হয়েছে। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٥٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا جِبْرِيْلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন ঃ "এই জিব্‌রীল, তোমাকে সালাম বল্‌ছেন।" হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম "ওয়া আলাইহিস্ সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ" (আর তাঁর ওপর সালাম বর্ষিত হোক এবং আল্লাহর রহমত ও ব রকত। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٥٣- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৫৩. হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেছেন । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন, কথাটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন, এমন কি অবশেষে তাঁর কথার অর্থ বুঝে নেয়া হতো। আর যখন তিনি কোনো গোত্র দলের কাছে আসতেন তাদের সালাম করতেন, তিনবার সালাম করতেন। (বুখারী)

٨٥٤- وَعَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ قَالَ : كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَصِيْبَهُ مِنَ اللَّبَنِ فَيَجِيْءُ مِنَ الَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيْمًا لاَ يُوْقِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْيَقِظَانَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৫৪. হযরত মিকদাদ (রা) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ আমরা দুধের মধ্য থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য তাঁর অংশ রেখে দিতাম। তিনি আসতেন রাত্রিবেলা। তখন তিনি এমনভাবে সালাম করতেন যা নিদ্রিত লোকদের জাগাতো না। কিন্তু জাগ্রত লোকেরা তাঁর সালাম শুনে নিতো। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এলেন এবং যথারীতি সালাম করলেন। (মুসলিম)

٨٥٥- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ فِيْ الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيْمِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৫৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বর্ণনা করেছেন। একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের মধ্যে হাঁটছিলেন। সেখানে একদল মেয়ে বসেছিল। তিনি নিজের হাতের ইশরায় (তাদের) সালাম করলেন। (তিরমিযী)

٨٥٦- وَعَنْ أَبِيْ جُرَيٍّ الْهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ : عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : لاَ تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৫৬. হযরত আবু জরী হুজাইমিয়া (রা) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম ঃ ‘আলাইকাস্ সালাম ইয়া রাসূলুল্লাহ’ (হে আল্লাহর রাসূল, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) তিনি বললেন ঃ আলাইকাস্ সালাম বলো না। কারণ ‘আলাইকাস্ সালাম’ হচ্ছে মৃতদের সালাম। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ آدَابِ السَّلَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালামের আদাব-শিষ্টাচার।

৮৫৭– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلِ عَلَى الْكَثِيْرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বাহনে আরোহণকারী ব্যক্তি পদব্রজে আগমণকারীকে সালাম করবে। আগমণকারী সালাম করবে তাকে যে বসে আছে। আর কমসংখ্যাক লোকেরা সালাম করবে বেশী সংখ্যক লোকদেরকে। (বুখারী ও মুসলিম)

৮৫৮– وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ ؟ قَالَ ؟ أَوْلَاهُمَا بِاللّٰهِ تَعَالَى -

৮৫৮. হযরত আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহেলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকটবর্তী যে আগে সালাম করে। (আবু দাউদ)

আর ইমাম তিরমিযী (র) আবু উমাম (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ বলা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুজন লোক পরস্পর সাক্ষাত করলো, তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম করবে? জবাবে তিনি বললেন ঃ তাদের মধ্যে যে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী সেই প্রথমে সালাম করবে।

بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لِقَاؤُهُ عَلَى قُرْبٍ بِأَنْ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَالِ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ وَنَحْوُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ একই সময় কারো সাথে বারবার সাক্ষাৎ হলে তাকে বারবার সালাম করা মুস্তাহাব, যেমন কারোর কাছে গিয়ে ফিরে আসা হলো সংগেসংগে আবার যাওয়া হলো অথবা দু'জনের মধ্যে গাছের বা অন্য কিছুর আড়াল সৃষ্টি হলো।

৮৫৯– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِ الْمُسِيْءِ صَلَاتَهُ أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَالَ :

ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৫৯. 'মুসিউস্ সালাত' সংক্রান্ত এক হাদীস বর্ণনা প্রসংগে হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে নামায পড়লো তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলো। তারপর তাঁকে সালাম করলো। তিনি তাঁর সালামের জবাব দিলেন, তারপর বললেন, চলে যাও। আবার নামায পড়ো। কারণ তুমি নামায পড়োনি। কাজেই লোকটি ফিরে গিয়ে আবার নামায পড়লো। তারপর ফিরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলো। এভাবে সে তিনবার করলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٠- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরো বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন তাকে সালাম করে। তারপর যদি তাদের দু'জনের মধ্যে কোনো গাছ দেয়াল বা পাথরের অন্তরাল সৃষ্টি এবং এরপর আবার তারা মুখোমুখি হয় তাহলে যেন আবার তাকে সালাম করে। (আবু দাউদ)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ গৃহে প্রবেশ করার সময় সালাম করা মুস্তাহাব।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً (النور : ٦١)

"যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করতে থাকো, নিজেদের লোকদের সালাম করো। কল্যাণের দু'আ যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছে বড়ই বরকতময় ও পবিত্র।" (সূরা নূর ঃ ৬১)

٨٦١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ -

৮৬১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন "হে বৎস! যখন তুমি নিজের ঘরেরর লোকজনদের কাছে যাও তাদের সালাম করো। এ সালাম তোমার ও তোমার ঘরের লোকজনদের জন্য বরকতের কারণ হবে।"(তিরমিযী)

بَابُ السَّلَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ শিশু-কিশোরদের সালাম করা।

٨٦٢– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শিশু-কিশোরদের কাছ দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সালাম করলেন। তারপর বললেন রাসূলুল্লাহ এমনটিই করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ سَلَامُ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ وَعَلَى اَجْنَبِيَّةٍ وَاِجْنَبِيَّاتٍ لاَ يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ وَسَلاَمِهِنَّ بِهَذَا الشَّرْطِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর স্ত্রীকে সালাম করা, নারীর মাহ্‌রাম পুরুষদের সালাম করা এবং ফিত্‌নার আশংকা না থাকলে অপরিচিতা মেয়েদের সালাম করা।

٨٦٣– عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ فِيْنَا امْرَأَةٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَتْ لَنَا عَجُوْزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُوْلِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِيْ الْقِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيْرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ ، وَانْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৬৩. হযরত সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে একটি মেয়েলোক ছিল অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের মধ্যে এক বৃদ্ধা ছিল তিনি বীট কপির শিকড় নিয়ে হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিতেন। তারপর যবের দানা পিষে তার মধ্যে ঢেলে দিতেন। কাজেই আমরা যখন জু'মার নামায পড়ে ফিরতাম তাঁকে সালাম করতাম, তিনি এগুলো আমাদের সামনে রাখতেন। (বুখারী)

٨٦٤– وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ فَاخِتَةَ بِنْتِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ وَذَكَرْتِ الْحَدِيْثَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬৪. হযরত উম্মে হানী ফাখিতা বিনতে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। সে সময় তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) একটি কাপড় দিয়ে তাঁকে পর্দা করে রেখেছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। (এ ভাবে) তিনি অবশিষ্ট হাদীস বর্ণনা করেন। (মুসলিম)

٨٦٥- وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৬৫. হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মেয়েদের একটি দলের কাছ দিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের সালাম করলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ ابْتِدَائِنَا الْكَافِرَ بِالسَّلَامِ وَكَيْفِيَّةِ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ وَاسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى أَهْلِ مَجْلِسٍ فِيْهِمْ مُسْلِمُوْنَ وَكُفَّارٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কাফিরকে প্রথমে সালাম করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা এবং তাদের জবাব দেবার পদ্ধতি। আর যে মজলিসে মুসলমান ও কাফের উভয়ই থাকে তাকে সালাম করা মুস্তাহাব।

٨٦٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَن رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَبْدَؤُوْا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِيْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে সালাম করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়ো না। পথে তাদের কারোর সাথে দেখা হলে তাকে সংকীর্ণ পথের দিকে (যেতে) বাধ্য করো। (মুসলিম)

٨٦٧- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا : وَعَلَيْكُمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তোমাদেরকে সালাম করলে তাদের জবাব কেবল "ওয়া আলাইকুম" বলো। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٦٨- وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৬৮. হযরত উসামা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মজলিস অতিক্রম করলেন, যেখানে মুসলিম ও মুশরিক-মূর্তিপূজারী ও ইয়াহূদী সব ধরনের লোকের সমাবেশ ছিল, তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ وَفَارِقِ جُلَسَاءِهِ أَوْ جَلِيْسِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোনো মজলিস বা সাথী থেকে বিদায় নেবার জন্য দাঁড়িয়ে সালাম করা মুস্তাহাব।

٨٦٩- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُوْمَ فَلْيُسَلِّمْ ، فَلَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮৬৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোনো মজলিসে আসলে সালাম করা উচিত। তারপর যখন মজলিস থেকে উঠে যেতে চাইবে তখনও সালাম করা উচিত। কারণ তারা প্রথমে সালামটির তুলনায় দ্বিতীয় ও শেষ সালামটির কম হক্দার নয়। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ الْإِسْتِئْذَانِ وَآدَابِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ অনুমতি নেয়া এর নিয়ম-পদ্ধতি।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَهْلِهَا (النور : ٢٧)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নাও এবং তাদের ঘরের লোকজনদেরকে সালাম করো।" (সূরা নূর ঃ ২৭)

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ (النور : ٥٩)

"আর যখন তোমাদের কিশোররা সাবালকত্বে পৌঁছবে, তাদেরকেও তেমনি অনুমতি নিয়ে আসতে হবে যেমন তাদের বড়রা অনুমতি নিয়ে আসে।" (সূরা নূর ঃ ৫৯)

٨٧٠- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى الْأَشْعَرِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْإِسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭০. হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন তিনবার অনুমতি নিতে হবে। এভাবে যদি তোমাকে অনুমতি দেয়া হয় (তাহলে ভেতরে চলে যাও), অন্যথায় ফিরে যাও। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧١– وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّمَا جُعِلَ الْاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭১. হযরত সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দেখার পথ বন্ধ করার জন্যই তো অনুমতি গ্রহণ করার নিয়ম করা হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٢– وَعَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ فِى بَيْتٍ ، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِخَادِمِهِ أُخْرُجْ إِلَى هٰذَا فَعَلِّمْهُ الْاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ : قُلْ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ ، فَدَخَلَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৭২. হযরত রিবঈ ইব্ন হিরাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ বনী আমরের এক ব্যক্তি আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন। (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার খাদেমকে বললেন ঃ "এ লোকটির কাছে যাও এবং অনুমতি নেবার পদ্ধতি শিখিয়ে দাও। তাকে বলতে বল ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম, আমি কি ভেতরে আসতে পারি? লোকটি তা শুনে বললেন ঃ আস্সালামু আলাইকুম। আমি কি ভেতরে আসতে পারি? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন। (আবু দাউদ)

٨٧٣– عَنْ كِلْدَةَ بْنِ الْحَنْبَلِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ لَمْ أُسَلِّم ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮৭৩। হযরত কিলদাতা ইবনুল হাম্বল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হলাম এবং সালাম না করে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ফিরে যাও। তারপর বলো ঃ 'আস্ সালামু আলাইকুম' আমি কি প্রবেশ করতে পারি? (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

بَابُ بَيَانِ أَنَّ السَّنَّةَ إِذَا قِيْلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ مَنْ أَنْتَ؟ أَنْ يَقُوْلَ فُلَانَ فَيُسَمِّى نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ مِنْ اِسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ وَكَرَاهَةَ قَوْلِهِ أَنَا وَنَحْوُهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি অনুমতি চায় তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কে? সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে এর জবাবে যেন যে বলে ঃ আমি উমুক, সে যেন নিজের নাম বা ডাকনাম ইত্যাদি বলে যাতে তাকে চেনা যায় আর যেন আমি বা এ ধরনের অস্পষ্ট কিছু না বলে।

٨٧٤– عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِهِ الْمَشْهُوْرِ فِي الْاِسْرَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعِدَبِيْ جِبْرِيْلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ فَقِيْلَ : مَنْ هٰذَا؟ قَالَ : جِبْرِيْلَ ، قِيْلَ وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ : مُحَمَّدٌ ثُمَّ صَعِدَ أَلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهِنَّ وَيُقَالَ فِيْ بَابِ سَمَاءٍ : مَنْ هٰذَا؟ فَيَقُوْلُ : جِبْرِيْلُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৪. হযরত আনাস (রা) তাঁর মি'রাজ সম্পর্কীত মশহুর হাদীসে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তারপর জিব্‌রীল (আ) আমাকে নিয়ে দুনিয়ার (বা নিকটবর্তী) আকাশের দিকে চড়লেন এবং দরজা খোলালেন। তখন জিজ্ঞেস করা হলো ঃ কে? বললেন ঃ জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো কে? জিব্‌রীল। জিজ্ঞেস করা হলো ঃ তোমার সাথে কে? জবাব দিলেন ঃ মুহাম্মদ । তারপর (আমাকে নিয়ে) চড়লেন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও সমস্ত আকাশের দিকে এবং প্রত্যেক আকাশের দরজার জিজ্ঞস করা হলো ঃ কে? এবং জবাবে বললেন ঃ জিব্‌রীল। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٥- وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيْلِيِّ و فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ وَحْدَهُ فَجَعَلْتَ أَمْشِيْ فِيْ ظِلِّ الْقَمَرِ فَالْتَفَتَ فَرَآنِيْ فَقَالَ : مَنْ هٰذَ؟ فَقُلْتُ : أَبُوْ ذَرٍّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৫. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে বাইরে বের হয়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী হাঁটছেন। আমি চাঁদের ছায়ায় চলতে লাগলাম। তিনি দৃষ্টি ফিরালেন এবং আমাকে দেখে বললেন ঃ কে? জবাব দিলাম ঃ আমি আবু যার। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٦–وَعَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَتَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ : مَنْ هٰذِهِ؟ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৬. হযরত উম্মে হানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তিনি গোসল করছিলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে এলো? আমি জবাব দিলাম ঃ আমি উম্মে হানী। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٧٧- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ : مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : وَأَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৭৭. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে দরজায় টোকা দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে? আমি জবাব দিলাম ঃ আমি। তিনি বললেন ঃ আমি আমি! যেন তিনি এ জবাব অপসন্দ করলেন এবং খারাপ মনে করলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ تَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ اِذَا حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى وَكَرَاهَةِ تَشْمِيْتِهِ اِذَا لَمْ يَحْمِدِ اللّٰهَ تَعَالَى وَبَيَانِ ذٰلِكَ اَلتَّشْمِيْتِ وَالْعَطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হাঁচি দানকারী 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাব দেয়া মুস্তাহাব এবং আল-হামদুলিল্লাহ না বললে জবাব দেয়া মাকরূহ। আর হাঁচি দেয়া, হাঁচির জবাব দেয়াও হাই তোলার নিয়ম-পদ্ধতি।

٨٧٨- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُوْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৮৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ মহান আল্লাহ হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলা অপছন্দ করেন। কাজেই যখন তোমাদের কেউ হাঁচি দেয় এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে যে কোনো মুসলমান তা শুনে তার উপর 'ইয়ারহামুকাল্লা' বলা জরুরী হয়ে যায়। আর হাই ওঠার ব্যাপারটি হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। কাজেই তোমাদের কারোর যখন হাই ওঠার উপক্রম হয় সে যেন তা সাধ্যমত চেপে রাখার ও দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করে। কারণ কেউ হাই তুললে তাতে শয়তান হাসে। (বুখারী)

٨٧٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوْهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ، فَلْيَقُلْ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৮৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দেয়, তবে বলা উচিত ঃ "আল-হামদুলিল্লাহ!" এবং তার ভাই বা সাথীর বলা উচিত ঃ "ইয়ারহামুকাল্লা" (আল্লাহ তোমার ওপর রহমত বর্ষণ করুন।) তাঁর জন্য যখন বলা হয় 'ইয়ারহামুকাল্লাহ',তার জবাবে বলা উচিত ঃ 'ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম' – আল্লাহ তোমাদের সৎপথ দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা সঠিক করুন। (বুখারী)

٨٨٠- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ فَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهِ فَلاَ تُشَمِّتُوْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৮০. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে "আল-হামদুলিল্লাহ" বললে তার জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর যদি সে 'আল-হামদুলিল্লাহ' না বলে তাহলে "ইয়ারহামু কাল্লাহ" বলবে না। (মুসলিম)

٨٨١- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الآخَرَ فَقَالَ الَّذِيْ لَمْ يُشَمِّتْهُ : عَطَسَ فُلاَنٌ فَشَمَّتَّهُ وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ ؟ فَقَالَ : هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৮১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে হাঁচি দিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন এবং আর একজনেকে কিছুই বললেন না। যে ব্যক্তিকে তিনি কিছুই বললেন না সে বললো ঃ উমুক জন হাঁচি দিল তার জবাবে আপনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন, আর আমার হাঁচির জবাবে কিছুই বললেন না? জবাবে তিনি বললেন ঃ এ ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলেছিল কিন্তু তুমি তা বলোনি। (বুখারী ও মুসলিম)

٨٨٢- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيْهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ شَكَّ الرَّاوِيْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ -

৮৮২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাঁচি দিতেন, মুখের উপর নিজের হাত বা কাপড় রাখতেন এবং হাঁচির আওয়াজ নিম্নগামী করতেন। বর্ণনাকারী সন্দেহের মধ্যে পড়ে গেছেন যে তিনি 'হাফাদা' 'না' 'গাদ্দা' কোন শব্দটি বলেছিলেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٨٣- وَعَنْ أَبِى مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُوْنَ أَنْ يَقُوْلَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ : يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ؛ وَالتِّرْمِذِىُّ -

৮৮৩. হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থিত থাকার সময় ইচ্ছা করে হাঁচি দিতো। তারা আশা করতো, তাদের হাঁচির জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেকে বলবেন ঃ 'ইয়াহহামুকাল্লাহ' আর এর জবাবে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবে ঃ 'ইয়াহদী কুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বালাকুম'। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

٨٨٤- وَعَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৮৪. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, সে যেন তার নিয়ে মুখে চাপা দেয়। কারণ (মুখ খোলা পেয়ে তার মধ্যে) শয়তান প্রবেশ করে। (মুসলিম)

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْمُصَافَحَةِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَبَشَاشَةِ الْوَجْهِ وَتَقْبِيْلِ يَدِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَتَقْبِيْلِ وَلَدِهِ شَفَقَةً وَمُعَانَقَةِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ ، وَكَرَاهِيَّةِ الْاِنْحِنَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো সাথে সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা করা এবং হাসি মুখ হওয়া আর নেক লোকের হাতে চুমা দেয়া, নিজের ছেলেকে সস্নেহে চুমা দেয়া এবং সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারীর সাথে গলাগলি করা মুস্তাহাব ও মাথা নোয়ানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

٨٨٥- عَنْ أَبِى الْخَطَّابِ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَنَسٍ : أَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ : نَعَمْ - رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ -

৮৮৫. হযরত আবুল খাত্তাব কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবাগণের মধ্যে কি মুসাফাহার প্রচলন ছিল? তিনি জবাব দিলেন হ্যাঁ। (বুখারী)

٨٨٦–وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَمَنِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৮৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামনবাসীরা এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ইয়ামানবাসীরা তোমাদের কাছে এসেছে এবং মুসাফাহা সহকারে তারাই প্রথমে এসেছে। (আবু দাউদ)

٨٨٧– وَعَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৮৭. হযরত বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'জন মুসলমান এমন নেই যারা সাক্ষাৎ হবার পর পরস্পর মুসাফাহা করে কিন্তু পরস্পর থেকে আলাদা হবার আগেই তাদের গুনাহ মাফ করে না দেয়াহয়। (আবু দাউদ)

٨٨٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِى لَهُ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ : لاَ : قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ - وَالتِّرْمِذِىُّ

৮৮৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাত করে, সে যেন তার প্রতি মাথা নোয়াবে? জবাব দিলেন ঃ না। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো ঃ সে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে চুমো খাবে? জবাব দিলেন, না। জিজ্ঞেস করলো ঃ তাহলে কি তার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুসাফাহা করবে? জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ। (তিরমিযী)

٨٨٩– وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ يَهُوْدِىٌّ لِصَاحِبِهِ : اِذْهَبْ بِنَا إِلَى هٰذَا النَّبِىِّ فَأَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى قَوْلِهِ: فَقَبَّلاَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ، وَقَالاَ : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِىٌّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৮৯. হযরত সাফওয়ান ইব্ন আস্সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহূদী তার সাথীকে বললো ঃ আমাদের সেই নবীর কাছে নিয়ে চলো। কাজেই তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে "তিসআ'আয়াতিম বাই্যিয়নাত"

(৯টি সুস্পষ্ট নিদর্শন– সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। এভাবে হাদীসের শেষাংশ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। যেখানে বলা হয় অতঃপর তারা দু'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে ও পায়ে চুমো দিলো এবং বললো ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি নিঃসন্দেহে আপনি নবী। (তিরমিযী)

৮৯০– وَعَنْ أَبِىْ ابنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قِصَّةً قَالَ فِيْهَا : فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ -

৮৯০. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ তারপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী হলাম। আমরা তাঁর হাতে চুমো খেলাম। (আবু দাউদ)

৮৯১– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ -

৮৯১. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যায়িদ ইবনে হারিসা মদীনায় এলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন আমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। যায়িদ (সাক্ষাৎ করার জন্য) তাঁর কাছে এলেন এবং দরজা টোকা দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কাপড় টানতে টানতে উঠে গেলেন এবং তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন ও তাঁকে চুমা খেলেন। (তিরমিযী)

৮৯২– وَعَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًاوَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ -

৮৯২. হযরত আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহগ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ কোনো নেকীকে নগন্য মনে করো না, যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার নেকীটি হয় তা-ও। (মুসলিম)

৮৯৩– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَسَنَ ابْنِ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لِأَقْرَعُ بنِ حَابِسٍ : إِنَّ لِىْ عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَيُرْحَمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -

৮৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ইবন আলীকে চুমো খেলেন। (তা দেখে) আকরা ইব্‌ন হাবিস বললেন, আমার তো ১০টি সন্তান আছে। কিন্তু তাদের একজনকেও চুমো খাইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন ঃ "যে অন্যের প্রতি স্নেহ মমতা করে না তার প্রতিও স্নেহ-মমতা করা হয়না"। (বুখারী ও মুসলিম)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيْ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ـ

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত